উফরা রোগ ও এর প্রতিকার

উফরা রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শিট : ধানের রোগবালাই ও এর ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ হেক্টর জমির ধান উফরা রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শতকরা ৪০-১০০ ভাগ ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় এ রোগ ডাকপোড়া, জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, লোনা লাগা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, খুলনা ও ঢাকা জেলায় এ রোগ দেখা যায়। রোপা আমন, বোরো, এমনকি আউশ ধানেও এ রোগ দেখা যায়।

রোগের কারণ ও লক্ষণ

এক ধরনের কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়। কৃমি ধানগাছের আগার কচি অংশের রস শুষে খায়, ফলে পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে সাদা ছিটাফোঁটা দাগ দেখা দেয় (চিত্র-১)। আক্রমণ বেশি হলে ডিগপাতা পুরোটাই সাদা হয়ে যেতে পারে (চিত্র-২)। সাদা দাগ ক্রমে বাদামি রঙে পরিণত হয় এবং পরে এ দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে ফেলে। ফলে অনেক সময় থোড় থেকে ছড়া বের হতে পারে না বা বের হলেও অর্ধেক বা আংশিক বের হয়। তবে ধান খুব চিটা ও অস্পুষ্ট হয়। ছড়া বের হতে না পারলে তা ভেতরে মোচড়ানো অবস্থায় থাকে (চিত্র-৩)। আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় কিছুটায় বেঁটে হয়। আক্রমণ বেশি হলে জমিতে তেমন কোনো ফলন হয় না (চিত্র-৪)।

চিত্র-১ : রোগের প্রাথমিক লক্ষণ

চিত্র-২ : আক্রান্ত ডিগপাতা

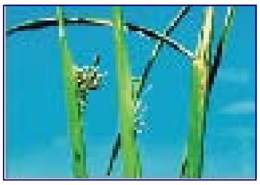
চিত্র-২ : আক্রান্ত শীষ

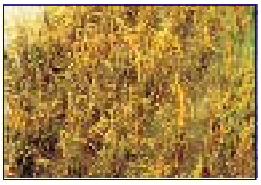
চিত্র-২ : আক্রান্ত জমি

আক্রমণের অনুকূল অবস্থা ও বিস্তার পদ্ধতি

শুকনো আবহাওয়া ও কম তাপমাত্রার জন্য বোরো ধানে এ রোগের প্রকোপ কিছুটা কম হয়। বাতাসের তাপমাত্রায় ২৮-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগের বেশি, ঘন ঘন বৃষ্টি ও জমিতে পানি জমে থাকা এ রোগের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই কৃমি ফসল কাটার পর আক্রান্ত গাছে কুন্ডলী পাকিয়ে অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। আক্রান্ত জমির পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটো শীষে বা ঝরে যাওয়া ধান এবং মাটিতে কোনো খাদ্য ছাড়াই এই কৃমি কুণ্ডলী পাকিয়ে ৬-৮ মাস বেঁচে থাকতে পারে। প্রাথমিক উৎস থেকে বৃষ্টি, সেচ অথবা বন্যার পানিতে কৃমি বের হয়ে আসে এবং ধানগাছে আক্রমণ করে।

প্রতিকার

- উফরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোনো উফশী ধান এখনো পাওয়া যায়নি। তবে রায়দা ও বাজাইলজাতীয় স্থানীয় জলী আমন ধানে প্রতিরোধক্ষমতা আছে।
- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া ও খড় জমিতে পুড়ে ফেলা।
- ঘাসজাতীয় আগাছা, আক্রান্ত ধানের গোড়া থেকে গজানো কুশি বা মুড়ি ধানগাছ দমন করা।
- রোগাক্রান্ত জমির খড় গরুকে খাওয়ানোর জন্য বাড়িতে স্তূপ দিয়ে না রেখে বরং পুড়ে ফেলা ভালো, কারণ এ খড় কৃমি বহন করে ও পরে বৃষ্টির পানির সঙ্গে জমিতে গড়িয়ে আসে।
- যেখানে সম্ভব সেখানে বছরের প্রথম বৃষ্টির পর জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন শুকানো।
- ধান ছাড়া ও জমিতে অন্যান্য ফসলের চাষ করা।
- বীজতলা থেকে উফরা আক্রান্ত চারা বেছে জমিতে সুস্থ চারা লাগানো।
- ফুরাডান ৫জি নামক দানাদার কৃমিনাশক বিঘাপ্রতি ৩ কেজি হিসেবে ফসলের প্রথম অবস্থায় ক্ষেতে ছিটিয়ে মিশিয়ে দেয়া। কুরাটার ৫জি দিয়েও ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
- উফরা আক্রান্ত এলাকায় প্রতি শতাংশ বীজতলাতে ৯০ গ্রাম দানাদার কৃমিনাশক ছিটিয়ে দিয়ে ধানের বীজ বুনলে চারাতে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।
- চারা লাগানোর ১২-২০ ঘণ্টা আগে বীজতলা থেকে উঠিয়ে তার শেকড় কৃমিনাশকের ১.৫% দ্রবণে (এক লিটার পানিতে ১৫ গ্রাম কৃমিনাশক) ভিজিয়ে রেখে পরে তা জমিতে লাগানো।

আরো তথ্যের জন্য :
ড. এম এ লতিফ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : brrihq@bdonline.com

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI